তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯২

**রাষ্ট্রপতির সাথে প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারী) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে আজ সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনে তাঁর অফিস কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

২১ শে বইমেলায় ‘আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি’ শীর্ষক তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করায় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

#

ইমরানুল/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১

**বায়ু দূষণ রোধে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ সম্ভাব্য সবকিছু করা হবে**

 **--- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

 বায়ুদূষণ রোধে সরকার ঘোষিত বিশেষ অভিযানে আজ ঢাকা ও আশপাশের ৫ স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। এ অভিযানে পরিবেশ দূষণের দায়ে মোট ২৬টি যানবাহনকে ৮৫ হাজার টাকা এবং ১০টি প্রতিষ্ঠানকে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে।

 পরিবেশ দূষণবিরোধী অভিযান ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং, ঢাকা মহানগর কার্যালয়, ঢাকা জেলা কার্যালয়, গাজীপুর জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন ঢাকা’র উদ্যোগে ঢাকা জেলার সাভার, মানিকমিয়া এভিনিউ, খিলক্ষেত, আফতাবনগর এবং গাজীপুর জেলার বাইপাস এক্সপ্রেস ওয়ে এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

 এর মধ্যে মানিক মিয়া এভিনিউ, খিলক্ষেত ও আফতাবনগরে পরিচালিত অভিযান পরিদর্শন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন। মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যা যা করা দরকার সরকার তা করবে। জনগণ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করতে পারে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, সরকার জনসচেতনতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। একইসাথে সরকার বায়ুদূষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

 পরিবেশ উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার বলেন, সমাজের সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব সচেতনভাবে পালন করলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আসবে। পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় এবিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু সরকারের একার পক্ষে দূষণ নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য।

 এ অভিযানের অংশ হিসেবে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে এবং বিআরটি মহাসড়ক নির্মাণকারী ২টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে মোট ১ লাখ টাকা জরিমানা, সাভার এলাকায় যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত হর্ন দ্বারা শব্দ দূষণের দায়ে ৪টি যানবাহন হতে মোট ১১ হাজার টাকা এবং যানবাহনের কালোধোঁয়া দ্বারা বায়ুদূষণের দায়ে ৪টি যানবাহন হতে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

 খিলক্ষেত এলাকায় যানবাহনের মাত্রাতিরিক্ত হর্ন দ্বারা শব্দদূষণের দায়ে ৭টি যানবাহন হতে মোট ৩৫ হাজার টাকা এবং নির্মাণ সামগ্রী খোলা অবস্থায় রেখে বায়ুদূষণের দায়ে ২টি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১০ হাজার টাকা, আফতাবনগর এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী খোলা অবস্থায় রেখে বায়ুদূষণের দায়ে ৭টি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মানিকমিয়া এভিনিউ এলাকায় যানবাহনের কালোধোঁয়া দ্বারা বায়ুদূষণের দায়ে ১১টি যানবাহন হতে মোট ২৯ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

#

দ্বীপংকর/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

Handout Number : 390

**Saudi Ambassador calls on Foreign Minister Dr. Momen**

Dhaka, 01 February :

 Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Bangladesh Essa Yousef Essa Alduhailan paid a courtesy call on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen today at the Ministry of Foreign Affairs, Dhaka. During the meeting, they exchanged views on issues of mutual interests pertaining to bilateral and multilateral cooperation.

 Welcoming the Saudi Envoy in his office, Foreign Minister commended him for his dynamic role in promoting the bilateral relationship. The Envoy expressed his thanks and gratitude to the Minister for all support and cooperation.

  The Ambassador handed over a letter to the Minister from Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al- Saud inviting the Foreign Minister to undertake an official visit to Saudi Arabia to review and expedite ongoing mutual collaboration. The Foreign Minister appreciated and accepted the invitation, thanked the Ambassador and remarked that the visit schedule would be fixed through diplomatic channels.

 During the meeting, Foreign Minister and Saudi Envoy discussed and reviewed various bilateral issues and expressed satisfaction at the state of relations flourishing rapidly in many fields including political, economic, trade & investment, security & defense, manpower and other areas. On the prospect of further employment in the Saudi Arabia with reference to Neom city, the Foreign Minister conveyed Bangladesh’s readiness in providing skilled workers and technicians in different trades and also indicated readiness of the Government to assign dedicated university or training institute to train manpower in specialized trades to cater to the needs of Saudi Arabia.

 Noting progress of the Saudi investment in the renewable energy sector, Foreign Minister urged the Envoy to explore the possibility of prospective financing in the Eastern Refinery Unit-2 from Saudi Fund for Development (SFD). Reflecting on the current political instability in parts of Europe, Foreign Minister urged the Envoy to explore possible cooperation from Saudi Arabia in meeting Bangladesh’s domestic energy and oil needs and take up the issue of considering crude/refined oil from Aramco on a deferred payment basis. The Saudi Envoy assured to take up the proposal with the appropriate authorities in the Kingdom. He also conveyed KSA’s readiness to facilitate Bangladesh’s proposal to set up a fertilizer industry in Saudi Arabia.

 Reaffirming support to Saudi Arabia in the multilateral fora, Foreign Minister recalled Bangladesh’s support to Saudi Arabia in hosting the Expo-2030 in Riyadh. The Saudi Ambassador expressed his gratitude to the Minister for his continuous support and guidance in taking forward the bilateral engagements to new heights and continued support in the multilateral fora.

#

Mohsin/Sheraj/Rahat/Sanjib//Rafiqul/Mahmud/Joynul/2023/2000 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯

**দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থ্যকর্মীদের আরো নিবেদিত হতে হবে**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারী) :

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও কলেজ পরিদর্শন শেষে সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে একটি বিশেষ মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া দেশের মানুষের অধিকার। বর্তমান সরকার চিকিৎসা খাতে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে বিনামূল্যে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। কিন্তু সেই সেবা যদি স্বাস্থ্যখাতের নিজেদের কর্মীদের গাফিলতির কারণে বাস্তবায়ন না হয় তাহলে সরকারের পরিকল্পনা অকার্যকর হয়ে যাবে। সরকারি টেস্টিং মেশিন থাকতেও যদি রোগীকে বাইরে পরীক্ষা করতে পাঠানো হয় তাহলে সেটি হবে দেশের মানুষের সাথে প্রতারণার শামিল। এজন্য দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় স্বাস্থ্যকর্মীদের আরো নিবেদিত হতে হবে। চিকিৎসা সেবায় সাধারণ মানুষের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, একটি মানুষও যেন সরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা না পেয়ে ফিরে যেতে না হয় এটি নিশ্চিত করতে হবে।

মন্ত্রী আজ সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে উপস্থিত সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এক বিশেষ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় জানান, সিলেটের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন করা হবে। সিলেটে একটি উন্নত ক্যান্সার, কিডনি, লিভার চিকিৎসার জন্য ১৫ তলাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে ৯০০ বেডের সাথে আরো নতুন করে ৫০০ বেড বাড়ানো হচ্ছে। পুরাতন ৪টি ডায়ালাইসিস বেডের সাথে আরো নতুন করে ১০ টি বেডের ডায়ালাইসিস ইউনিট বাড়ানো হচ্ছে। এখানে নতুন করে একটি বার্ন ও প্লাস্টিক ইনস্টিটিটিউট করা হচ্ছে। টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সহযোগী পদে নতুন করে লোকবল নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এগুলো কাজ সম্পন্ন করা গেলে সিলেটের স্বাস্থ্যসেবার মান নতুনভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। কিন্তু এই সেবা যারা দিবে সেই কর্মকর্তা, চিকিৎসক, নার্সদের কাজে আরো মনোযোগী হতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন, ১৫ তলাবিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ কাজ পরিদর্শনসহ সিলেটের বিভিন্ন স্বাস্থ্যখাতের সেবাসমূহ সরেজমিনে ঘুরে দেখেন ও চিকিৎসার খোঁজ নেন।

মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম, ওসমানী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এনায়েত হোসেন চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব সাইদুর রহমান, নাজমুল হক ও সাইফুল্লাহিল আজিম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক আহমেদুল কবীর, এইচ.ই.ডি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডিয়ার বশির, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেলের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহাবুবুর রহমান ভুইয়াসহ সিভিল সার্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮

**চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক**

**আলহাজ নুরুচ্ছফা তালুকদারের ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী আগামীকাল**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

 চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আলহাজ এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদারের ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী বৃহস্পতিবার ২ ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং সুখবিলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষানুরাগী এই সমাজসেবকের আত্মার শান্তি কামনা করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানে এ দিন দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

 মরহুম নুরুচ্ছফা তালুকদারের জ্যেষ্ঠপুত্র তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদের ঢাকার মিন্টো রোডের বাসভবন, চট্টগ্রাম শহরের বাসভবনের পাশে মৌসুমী আবাসিক এলাকার আলিফ মিম জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং জামে মসজিদ এবং রাঙ্গুনিয়ার বাসভবনে কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছেন মরহুমের পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা। তারা মরহুমের আত্মার শান্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

 পাশাপাশি প্রথিতযশা এই আইনজীবীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদার স্মৃতি সংসদ, চট্টগ্রামস্থ রাঙ্গুনিয়া সমিতি ও শুভানুধ্যায়ীরা রাঙ্গুনিয়ার গোচরা চৌমুহনী জামে মসজিদে বৃহস্পতিবার বাদ আছর দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে।

#

আকরাম/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৮৭

**টেকসই উন্নয়নের জন্য এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ**

 **--পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি)

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন ব্যবসাবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপের ফলে নতুন শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই মেলা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য দেশের এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ।

আজ বরিশালে বঙ্গবন্ধু উদ্যানে ‘এসএমই পণ্য মেলা-২০২৩’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে এই অঞ্চলের এসএমই পণ্যের বাজারজাতকরণে এসএমই পণ্য মেলা এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাহিদ ফারুক বলেন, সমৃদ্ধ ও টেকসই অর্থনীতির ভিত গড়তে হলে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশে শ্রমঘন ও স্বল্প পুঁজির এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি করা প্রয়োজন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারসহ এসএমই উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ কমিশনার মোঃ সাইফুল ইসলাম বিপিএম (বার), এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) খোন্দকার আনোয়ার হোসেন, জেলা প্রশাসক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য এনায়েত হোসেন চৌধুরী।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরে বরিশাল কাশীপুর গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের ৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ।

#

গিয়াস/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২০০১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬

**বিশ্ব দুর্নীতি সূচকে দেশকে এক ধাপ নামানো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘অনেকের মতেই নির্বাচনের বছর বলে বিশ্ববেনিয়াদের প্রেসক্রিপশনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশকে এক ধাপ নামানো হয়েছে। এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’

 আজ রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের পূর্বে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। গত ৩১ জানুয়ারি প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিশ্ব দুর্নীতি সূচক ২০২২ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এক ধাপ পিছিয়ে পড়া নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘অনেকেই বলছেন, এটা তো নির্বাচনের বছর, এ জন্য বিশ্ববেনিয়াদের প্রেসক্রিপশনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এক পয়েন্ট কমিয়ে দিয়েছে। নির্বাচনের আগে তো আর কোনো প্রতিবেদন হবে না। আগামী বছর আবার জানুয়ারিতে বা ফেব্রুয়ারিতে যখন প্রতিবেদন হবে তখন নির্বাচন হয়ে যাবে।’

 ‘ইদানিংকালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের কার্যক্রম অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে’ উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘পদ্মা সেতু নিয়ে যখন মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করা হলো, তখন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল আগ বাড়িয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে দুর্নীতি হয়েছে বলে। পরে দেখা গেল যে, দুর্নীতি তো হয়ইনি বরং কানাডার আদালতে বিশ্বব্যাংক হেরে গেছে। বিশ্বব্যাংক আবার এসে প্রস্তাব করেছে যে, তারা অর্থায়ন করতে চায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা নেননি। কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চায়নি। এভাবে করোনার টিকা নিয়েও এবং আরো নানা বিষয়ের ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারনেশনালের নানা বক্তব্য ছিলো, যেগুলো অনেকটাই মনে হয়েছে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতো সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন থাকা এবং তাদের কার্যক্রমকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু তাদের কার্যক্রম যদি বিশ্ব বেনিয়াদের প্রেসক্রিপশনে হয় বা তাদের কারো কারো সহায়ক হিসেবে হয় কিংবা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আগে বিএনপির সময় পর পর পাঁচবার দুর্নীতিতে দেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, চারবার এককভাবে একবার যুগ্মভাবে আফ্রিকার একটি দেশের সাথে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি দমন করার জন্য জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করছেন। বাংলাদেশে দুর্নীতি কমেছে।’

 এ সময় বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিএনপির সমালোচনা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেব তো শিক্ষক ছিলেন, ঢাকা কলেজে পড়াতেন। তাকে বলবো, আগে পড়াতেন এখন সম্ভব হলে পড়তে হবে। কারণ ইউরোপের সব দেশে জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। যুক্তরাজ্যে জ্বালানির মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি। আমেরিকাসহ সমস্ত উন্নত দেশে বিদ্যুতের মূল্য বেড়েছে কারণ জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরও বাংলাদেশ সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে মানুষকে সাশ্রয়ীমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু কত ভর্তুকি দেওয়া যায়! ভর্তুকিরও তো একটা মাত্রা আছে। আমাদের অর্থনীতিকে তো টিকিয়ে রাখতে হবে। সে জন্য মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে।’

**‘বীরকন্যা প্রীতিলতা’র মুক্তি, প্রিমিয়ার শো’তে তথ্যমন্ত্রী**

 মুক্তি পেলো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনুদানে নির্মিত ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা’ চলচ্চিত্র। আজ রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটির প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ । ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নারী পথিকৃত চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এ সিনেমার পরিচালক প্রদীপ ঘোষ, প্রীতিলতা চরিত্রের অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা, অভিনেতা মনোজ প্রামাণিক, শেখ শাকি প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরিচালক প্রদীপ জানান, সিনেমাটি স্টার সিনেপ্লেক্সসহ সারা দেশে প্রথম ধাপে ১০টি হলে মুক্তি পাচ্ছে।

 সম্প্রচারমন্ত্রী এ সময় সিনেমার শিল্পী-কলাকুশলীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ‘প্রীতিলতার চরিত্রে অভিনয় করেছে তিশা, তাকেও আমি অভিনন্দন জানাই, কারণ প্রীতিলতা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। প্রীতিলতা এ উপমহাদেশে আন্দোলন, সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। পরিচালক প্রদীপ ঘোষকেও অভিনন্দন জানাই।’

 ড. হাছান তার কৈশোরের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘প্রীতিলতা এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবী আন্দোলনের বইপত্রগুলো আমি কৈশোরে পড়েছি এবং প্রীতিলতা, সূর্যসেন ও তার বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্ত সদস্য যারা ছিলেন এবং তাদের কর্মকাণ্ড সবকিছুর ওপর আমার এমন অনুরাগ জন্মেছিল যে, সেই বয়সে স্বপ্ন দেখতাম- কিশোর বিপ্লবী হবো। সেই স্বপ্নের তাড়না থেকে পরবর্তীতে ছাত্র রাজনীতি এবং রাজনীতিতে যোগদান।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘প্রীতিলতা সূর্যসেনের বিপ্লবী আন্দোলনের একজন সদস্য ছিলেন। তার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ করা, যেখানে লেখা ছিল ‘‘ইন্ডিয়ানস এন্ড ডগস আর নট এলাউড’’। ইউরোপিয়ানরা সেই ক্লাবে যেতো এবং শুধু তাদের প্রবেশাধিকার ছিল, কুকুর এবং ভারতীয়দের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। সেখানে আক্রমণ করার দায়িত্ব পড়েছিল প্রীতিলতার ওপর। প্রীতিলতা পুরুষের বেশে সেখানে আক্রমণ করে ফিরে আসার সময় আহত হন এবং তখন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যা করার কারণ ছিল এই যে, প্রীতিলতা যদি ধরা পড়তো তাহলে তাকে নির্যাতন করে তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্ত পরিকল্পনা ব্রিটিশরা জেনে যেতো। সেটি যাতে না হয়, সে জন্য তিনি নিজের জীবনটাই সঁপে দিয়েছেন। তার কাপড়ের ভেতর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের ৩২ পৃষ্ঠার জবানবন্দি পাওয়া গিয়েছিল। এই যে কাহিনী এটি কোনো গল্প নয়, এটি সত্য কাহিনী, সত্য ঘটনা।’

 হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই সিনেমা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এবং বিশেষ করে যারা ইতিহাস জানতে চায়, যারা দেশকে ভালবাসতে চায়, ভালোবাসে, তাদের মধ্যে প্রেরণা জোগাবে। এই সিনেমা শুধু এখানে আগ্রহ তৈরি করেছে তা নয়, কিছু দিন আগে ভারতের ৩০ জন সাংবাদিক আমাদের দেশে এসেছিল তারা যখন শুনেছে, তারাও উন্মুখ হয়ে বসে আছে কখন ভারতে এই সিনেমাটা দেখতে পারবে। আমি আপনাদের এই সিনেমাটা দেখার জন্য অনুরোধ জানাই।’

#

আকরাম/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৮৫

হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

**সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজের মূল্য নির্ধারণ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভা আজ ঢাকায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান সভাপতিত্ব করেন।

সভা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান, পবিত্র হজ-২০২৩ উপলক্ষ্যে প্যাকেজ নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভায় হজ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের ব্যয় পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজের মূল্য ছয় লাখ তিরাশি হাজার আঠারো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মিনার তাঁবুর সি ক্যাটেগরির মূল্য অনুসারে সরকারি প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান, মিনার তাঁবুর অবস্থান সংক্রান্ত ক্যাটেগরি গ্রহণের ভিত্তিতে বেসরকারি এজেন্সিসমূহ সরকারি প্যাকেজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজ নিজ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। তাঁবুর অবস্থান ব্যতীত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজের ন্যায় নিশ্চিত করতে হবে।

  ফরিদুল হক খান আরো  জানান, চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৭ জুন সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এ বছর হজযাত্রীর কোটা ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১ লাখ ১২ হাজার ১৯৮ জন পবিত্র হজব্রত পালন করতে পারবেন। এ বছর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে সৌদি আরবে গমনকারী শতভাগ হজযাত্রী
প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন ‘মক্কা রোড চুক্তি’ অনুযায়ী উক্ত বিমানবন্দরেই অনুষ্ঠিত হবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী; ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী এনামুল হাসান; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার; নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল; রেলপথ সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবির; ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (হজ) মোঃ মতিউল ইসলাম; বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান; বিমান বাংলাদেশ লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শফিউল আজিমসহ হজ সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২০০১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ৩৮৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ২৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৩ হাজার ১৭৩ জন।

**#**

কবীর/সিরাজ/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম /২০২৩/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩

আইটি ফ্রিল্যান্সাররা হবে উদ্ভাবনী, জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চালিকাশক্তি

 --- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইটি ফ্রিল্যান্সার ও উদ্যোক্তারা চালিকাশক্তি হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আইসিটি বিভাগের স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে ৫ লাখ থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রদান করা হচ্ছে। এ সময় প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্য তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে সফল ফ্রিল্যান্সারদের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্বাচিত ৩১৮ জন সফল ফ্রিল্যান্সারদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 আইসিটি প্রতিমন্ত্রী দেশে সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, সফল ফ্রিল্যান্সাররা তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে যদি উদ্যোক্তা হতে পারে তাহলে আরো লাখ লাখ তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশের তরুণরা চাকরির পিছনে ঘুরবে না বরং চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করবে। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ করে আইটি ফ্রিল্যান্সার বা উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে পারলে তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স আয় করতে পারবে। এ লক্ষ্য নিয়েই লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে আমাদের কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। সে অনুযায়ী দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে আমরা মারাত্মক সংকটের মধ্যে পড়ব। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইনিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স এবং সাইবার সিকিউরিটি এ চারটি বিষয়ে জোর দিতে বলেছেন।

 আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মমতাজ বেগম ও লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবীর।

 পরে প্রতিমন্ত্রী সফল ফ্রিল্যান্সারদের মাঝে ল্যাপটপ ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

#

শহিদুল/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২

**শিল্পমন্ত্রীর সাথে জাপানি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রাজধানীর মতিঝিলে মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, উপসচিব শরীফ মোঃ মাসুদ এবং ঢাকাস্থ জাপানি দূতাবাসের অর্থনৈতিক বিভাগের প্রথম সচিব হারুতা হিরোকী উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী জাপানের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে জাপান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার ওপর গুরু*ত্বারোপ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামী জাপান সফরের সময় জাপানি ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন এবং পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত সহযোগিতা স্মারক নিয়ে আলোচনা করা হয়।*

*রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অতীতে যেভাবে পাশে থেকেছি, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রেও সেভাবে পাশে থাকবো। তিনি আরো বলেন,* দি হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি সেফ এন্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস, ২০০৯ (দি হংকং কনভেনশন) এর শর্তসমূহ প্রতিপালনের জন্য জাপান সম্ভাব্য সব রকমভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করবে। তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাসিলিটিজ অর্থাৎ ট্রিটমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি স্থাপনের বাংলাদেশের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ বিষয়ে আমরা শীঘ্রই সম্ভাব্যতা যাচাই করে তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবো।

মন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশেনের সাথে জাপানি শিল্প প্রতিষ্ঠান মিতসুবিশির সাথে সমঝোতা স্মারক এর আলোকে বাংলাদেশে মোটর গাড়ি নির্মাণে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। জাপানি রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে কাজ করছেন বলে জানান। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার আদলে আরেকটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের বিষয়েও আলোচনা হয়। রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

#

মাহমুদুল/মেহেদী/শাম্মী/রবি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮১

**বইমেলায় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করছে তথ্য অধিদফতর**

**ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):**

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এ স্বতন্ত্র স্টলে বই, বুকলেট ও আলোকচিত্র নিয়ে অংশগ্রহণ করছে তথ্য অধিদফতর। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়ার উদ্যোগ ও দিকনির্দেশনায় অধিদফতর প্রথমবারের মতো এ বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে। মেলায় অধিদফতরের স্টল নম্বর ৭৭৬, যা বাংলা একাডেমি ক্যাম্পাসের মধ্যে বর্ধমান হলের পাশে পুকুর পাড়ে স্থাপিত হয়েছে।

বইমেলায় তথ্য অধিদফতরের স্টলে প্রদর্শনের জন্য যেসব বই থাকবে সেগুলোর অন্যতম হলো ‘অনশ্বর বঙ্গবন্ধু’, ‘মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু’, ‘সমৃদ্ধির সোপানে স্বদেশ’, ‘সংবাদপত্রে পদ্মাসেতু’, ‘মা ও শিশু’ (ফিচার সংকলন) এবং পিআইডি টেলিফোন গাইড। মেলা চলাকালে প্রকাশিত হবে আরো তিনটি বই; এগুলো হলো ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’, ‘বিজয়ের কথা বলবো’ ও ‘গন্তব্য স্মার্ট বাংলাদেশ’। থাকবে ‘প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা, ২০২২’ এবং ‘জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭’ এর ওপর বুকলেট। এসব বই ও বুকলেটের বেশির ভাগই প্রদর্শনের পাশাপাশি বিক্রয়ও করা হবে। এছাড়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে তথ্য অধিদফতরের পরিচিতিমূলক ফোল্ডার।

স্টলে প্রদর্শিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর ছবি, যার মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর ছবি, বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ছবি, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির ছবি, বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও পরিদর্শনের ছবি। এছাড়া পদ্মাসেতুর ওপর আলোকচিত্র এবং অন্যান্য মেগাপ্রকল্প ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শিত হবে।

অধিদফতরের বিভিন্ন প্রকাশনার লেখক, সাহিত্যানুরাগী, উন্নয়ন গবেষক, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষক এবং কর্মকর্তাবৃন্দসহ সর্বসাধারণকে স্টল পরিদর্শনের জন্য তথ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ ও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

জালাল/মেহেদী/শাম্মী/রবি/সাইদা/ইমা/২০২৩/ ১৫০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০

**জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধজাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অন্তত ৭টি লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত। জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের কারণে দেহে ক্যান্সার, কিডনি রোগসহ নানারকম মরণব্যধি বাসা বাঁধে। নিরাপদ খাদ্যের জন্য খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বেগবান করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ১৩টি বিধিবিধান তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমি আশা করি দেশের খাদ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীসহ সমাজের প্রত্যেকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। মেধা ও মননে উৎকর্ষ ও কর্মক্ষম একটি জাতি গঠনে সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করাই হোক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ মেহেদী/শাম্মী/রবি/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৯

**জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশের জনগণের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি’ যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সংবিধানে মৌলিক বিষয়গুলি যেমন: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি খাদ্যকেই সব থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাতির পিতা এ দেশে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা ও কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন যা আজ পর্যন্ত দেশের কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলছে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করে চলেছে। নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। মানুষের এই অধিকার পূরণ করতে আমাদের সরকার ‘নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩’ প্রণয়ন করেছে এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাসহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান তৈরি করেছে। পাশাপাশি, ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে অন দ্য স্পট স্ক্রিনিং, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং যারা খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির বিষয় মাথায় রেখে ‘কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের সরকার সারাদেশে ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে যেখানে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে ওঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অর্জনে কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়ন, কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি সম্প্রসারণ, সেচ কাজে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এই ৬টি থিম্যাটিক বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার সার, বীজ ও সেচের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের ওপর ব্যাপক জোর দিয়েছে। এতে করে খাদ্যের অপচয় এবং অনিরাপদ খাদ্যের ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে এবং যার যেখানে যতটুকু পতিত জমি আছে তা চাষের আওতায় এনে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমি মনে করি, খাদ্যের উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিমান বজায় রাখা জরুরি। যিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তাঁর যেমন সচেতনতা প্রয়োজন; তেমনি যিনি ভোগ করবেন, তাঁর ক্ষেত্রেও নিরাপদতা প্রত্যয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমি আশা করি, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনদের প্রায়োগিক ভূমিকার মাধ্যমে আমরা খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

সারওয়ার/মেহেদী/শাম্মী/রবি/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৮

**৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি ‘৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ যশোরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ‘চৌকস’ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের সকল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা যাতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায় এ লক্ষ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৭২ সালে জাতীয় ক্রীড়া সমিতি পুনর্গঠিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সমিতির নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতি’। এই সমিতিই বর্তমানে আরো বৃহত্তর পরিসরে ‘বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি’ নামে দেশব্যাপী ক্রীড়া কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এই সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সবচেয়ে বড় উৎসব জাতীয় এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, নৈতিক মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনেছে। আমরা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও- মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। নারী শিক্ষা প্রসারে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১০ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছি। ২০১৭ সাল হতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তকসহ চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা ও সাদারি এই ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। শিক্ষকগণের পদমর্যাদা ও বেতনবৃদ্ধি করার পাশাপাশি তাঁদের মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে ক্রীড়া শিক্ষা ও এক্ষেত্রে দক্ষতা-নৈপুণ্য অর্জনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমরা ক্রীড়া শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া শিক্ষাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ক্রীড়াকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করছি। আমরা বিদ্যালয়ের ক্রীড়ামাঠ সংরক্ষণ, বিদ্যমান কিছু স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, ক্রীড়া নিয়ে উচ্চতর পড়াশুনার সুযোগ অবারিত রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ক্রীড়াকে উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করার জন্য ৬ এপ্রিলকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সময় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের শারীরিক শিক্ষা বিভাগ জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝে একটি জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, মাধ্যমিক পর্যায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব জাতীয় এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। ক্রীড়া শিক্ষাকে আরো জোরদার করার মাধ্যমে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার পথে আমরা আরো একধাপ এগিয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ্।

আমি ৫১তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

ইমরুল/মেহেদী/শাম্মী/রবি/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৭

**আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া ২-৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঢাকায় তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা ‘11th Agro Tech Bangladesh-2023’ আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল কৃষি। টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে কৃষি উন্নয়নের বিকল্প নেই। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও পাকিস্তানি শাসকদের ভ্রান্ত নীতি এবং অবহেলার কারণে এ দেশের সিংহভাগ মানুষের দু’বেলা ভাত জুটতো না। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০০৯ সাল থেকে কৃষির আধুনিকীকরণ ও সার্বিক উন্নয়নে কৃষিবান্ধব নীতি ও সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা আধুনিক কৃষি শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করেছি। কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। কৃষি বাতায়ন, কৃষক-বন্ধু ফোন সেবা (৩৩৩১), কৃষকের জানালা, কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভাসমান চাষ, বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন, ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন, পাটের জেনোম সিকুয়েন্স উম্মোচন ও মেধাস্বত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমাদের সরকার সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস, কৃষকদের সহজশর্তে স্বল্পসুদে ঋণসুবিধা প্রদান, ১০ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগসহ তাদের নগদ সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। পাওয়ার টিলার, হারভেস্টরসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি দামে কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

এ মেলায় প্রদর্শিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি দেশের কৃষক সমাজকে কৃষি আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহিত করবে। মেলার মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষক, প্রস্তুতকারক, আমাদানিকারক প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ও দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ ঘটবে। ফলে এ মেলা দেশের কৃষিখাতে টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ‘11th Agro Tech Bangladesh-2023’ প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

ইমরুল/মেহেদী/শাম্মী/রবি/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ